ওয়ান ইলেভেনের সময় তৎকালীন চারদলীয় জোট আয়োজিত একটি সমাবেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

জেনারেল ও ২০০০ সালের ৮ ডিসেম্বর সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। সেই থেকে শাহাদাত পর্যন্ত তিনি সততা, নিষ্ঠা, যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও দায়িত্বশীলতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ছাত্র আন্দোলন, ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ১৯৯৪-১৯৯৬ কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ২০০০ সালে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার আন্দোলনে এবং ২০০৭ সালে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে জনাব মুজাহিদ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং সফলতার সাথে ৫ বছরের মেয়াদ সম্পন্ন করেন।

সমাজ সেবক হিসেবে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ব্যাপক সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেশজুড়ে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং মসজিদ ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠায় তার সক্রিয় ভূমিকা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। নিজ জেলা ফরিদপুরে তিনি ৫০টিরও বেশি মসজিদ নির্মাণে অসামান্য অবদান রাখেন। দানশীলদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ

করে তিনি এই ব্যাপক সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মাদরাসা ছাত্রদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন।

আর্থ-সামাজিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তার কর্মপ্রচেষ্টা ও দায়িত্বশীলতার কারণে ফরিদপুর ও মাদারীপুরের মতো অবহেলিত জেলা দুটিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অগণিত রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক, মাদরাসা, ব্রিজ, কালভার্ট ও মসজিদ এসব এলাকায় নির্মিত হয়। মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে শহীদ মুজাহিদ বাংলাদেশের সকল জেলায় একাধিকবার গমন করেন। তিনি নিয়মিতভাবেই তার মন্ত্রণালয়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সারপ্রাইজ ভিজিটে যেতেন। এর মাধ্যমে তিনি মন্ত্রণালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তাদের দুর্নীতি কমানোর চেষ্টা করেন এবং অনেকটা সফলও

সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য সবসময়ই আন্তরিক ছিলেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

হন। তিনি দেশের ৬৪টি জেলায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিশু সদন (সরকারী এতিমখানা) নির্মাণ করেন। ২০০১ সালে যখন তিনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন, তখন একটি দুর্বল বা লো প্রোফাইল মিনিস্ট্রি হিসেবে স্বীকৃত হলেও ৫ বছরে তিনি এই মন্ত্রণালয়কে হাই প্রোফাইল মন্ত্রণালয়ে পরিণত করেন।

তাঁর প্রচেষ্টায় ২০০৪ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম প্রতিবন্ধী মেলা